গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ)
আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০।

আদেশ নং-১৫/মূসক/২০১৫ তারিখ ঃ ১৬/০৭/২০১৫ জারির তারিখ ঃ ১৬/০৭/২০১৫ খ্রিঃ।

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ মোঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
কমিশনার (চঃ দাঃ)
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

ঃ মূল আদেশনামা ঃ

১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনামূল্যে প্রদান করা হল।

২। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে **প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট** আপিলাত **ট্রাইব্যুনাল,** ঢাকার বরাবরে আপিল দাখিল করতে হবে।

৩। আপিল আবেদনের উপর ২০০/- (দুইশত) টাকা মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিম্নলিখিত নির্দেশনাও পরিপালন করতে হবে।

(ক) ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি আইনের ২ নং তফসিলের ৬ নং দফা অনুযায়ী ৪.০০ (চার) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প মূল আদেশের উপর সংযুক্ত করতে হবে;

(খ) আপিল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আপিল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪২ এর উপধারা (২) এর দফা (খ) এর প্রতি আপিলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/ডিউটি ও অন্যান্য করাদি আইনের বিধানমতে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৫। লিখিত আপিল ছাড়াও আপিলকারী নিজে অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানি দিতে চাইলে তাও লিখিত আপিল আবেদনে সুস্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে।

৬। ক. অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ ক্যাটস আই লিঃ, কনকর্ড টুইন টাওয়ার (২য় তলা), চামেলীবাগ, ঢাকা প্রধান কার্যালয়ঃ ৫৪, নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।

খ. অপরাধের ধরণ ঃ নিজস্ব ব্রান্ডের উৎপাদিত পোশাক সামগ্রী বিক্রি করে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য এর পরিমাণ গোপণ করে ব্যবসায়ী পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি।

গ. ফাঁকি প্রদত্ত মূসক ঃ ৬৬,৬৩৯/- টাকা।

ঘ. কর ফাঁকি মামলা নং ও তারিখ ঃ ৫১/২০১২, তাং ৩১/১২/২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল হতে প্রেরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকার গোয়েন্দা ও তদন্ত দল কর্তৃক দায়েরকৃত মূসক ফাঁকি মামলার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল এর কর্মকর্তাবৃন্দ ০৪/০১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ক্যাটস আই লিঃ,প্রধান কার্যালয়, ৫৪ নিউ

এ্যালিফেন্ট রোড, ঢাকা প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিগত কয়েক বছরের বিক্রয় সংক্রান্ত বিবরণী এবং মূসক সংক্রান্ত রেজিস্টার ইত্যাদি সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ করেন। অতঃপর অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারাইজ সিস্টেম হতে প্রতিষ্ঠনের কর্মকর্তাগণ কিছু তথ্য যথা- সেলস স্টেটমেন্ট, প্রফিট এন্ড লস একাউন্ট, অডিট রিপোর্ট এবং মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন সরবরাহ করেন যা মূসক-৫ দিয়ে আটক করেন। উক্ত তথ্যাদি প্রাথমিকভাবে পরীক্ষায় মূসক ফাঁকির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ এ সম্পর্কে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে জিজ্ঞাসা করেন। এ পর্যায়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ মূসক ফাঁকির বিষয়টি স্বীকার করেন এবং এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠান দুইটির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন ও ম্যানেজার (একাউন্টস) জনাব মোঃ আবু সাদ তদন্ত টিমের নিকট মৌখিকভাবে অঙ্গীকার করেন যে, ক্যাটস আই লিঃ ও মনসুন রেইন লিঃ এর শোরুম ভিত্তিক মূসক ফাঁকির হিসেব তারা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকায় এক সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করবেন। প্রসঙ্গতঃ কর্মকর্তাগণ উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠান দুইটির মালিক একই এবং একই কার্যালয় হতে প্রতিষ্ঠান দুইটি পরিচালনা করা হয়। প্রতিষ্ঠান দুইটির কর্মকর্তাগণের অঙ্গীকার মোতাবেক বিগত ১৭.০১.২০১২ খ্রিঃ তারিখে তাঁদের স্বাক্ষরে প্রতিষ্ঠানটির শোরুমের বিপরীতে জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বছর ভিত্তিক মূসক পরিশোধ ও মূসক ফাঁকি সংক্রান্ত হিসাব বিবরনী দাখিল করেন। প্রাপ্ত হিসাব বিবরণী তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা করে দেখতে পান যে, জুলাই, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর,২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান আলোচ্য শোরুমের মাধ্যমে মূসক ছাড়া সর্বমোট ৩,২৮,১৮,৭০২/- টাকা মূল্যের নিজস্ব ব্রান্ডের পণ্য বিক্রয় করেছে। যার বিপরীতে প্রদেয় মূসক এর পরিমাণ দাড়ায় মোট ১১,৬৮,১৪১/- টাকা। পক্ষান্তরে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সময়ের দাখিলকৃত হিসাব বিবরণী পরীক্ষা করে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ দেখতে পান যে, উক্ত মেয়াদে মোট ১১,০১,৫০২/- টাকা মূল্য সংযোজন কর প্রদান করেছেন। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সময়ে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি সর্বমোট (১১,৬৮,১৪১ - ১১,০১,৫০২) = ৬৬,৬৩৯/- টাকা মূসক ফাঁকি দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানের এরূপ কার্যক্রম মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬, ধারা-৩১ ও ধারা-৩২ ও একই আইনে প্রণীত মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৬, বিধি-২২ ও বিধি-২৩ এর লংঘন । প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বর্ণিত পরিমাণ মূল্য সংযোজন কর ফাঁকির বিষয়টি স্বীকার করে ফাঁকিকৃত মূসক বাবদ ৬৬,৬৩৯.০০ টাকা এ,বি ব্যাংক ধানমন্ডি শাখার পে অর্ডার নম্বর-১১৮০৬১৭ তারিখঃ-১৫/০২/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পরিশোধ করে পে অর্ডার এর মূল কপি সিআইসিতে দাখিল করেন। সিআইসি উক্ত পে-অর্ডারসহ বিস্তারিত বিবরণী অত্র কমিশনারেটে প্রেরণ করেন। প্রেরিত পে-অর্ডারের কপি এ কমিশনারেটর পত্র নং-ঢাকা (দঃ)কমিঃ/৪/মূসক/৮(০৫) করফাঁকি/সিআইসি/বিচার/২০১২/২৮৬(১-২) তারিখঃ- ১১/০৬/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে রাজারবাগ সার্কেল অফিসে প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস পে-অর্ডারের ৬৬,৬৩৯.০০/- (ছেষট্টি হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) টাকা ট্রেজারী চালান নং-টি ৩ তারিখঃ ২০/০৬/২০১২ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর খাতে জমা প্রদান করে চালানের সত্যায়িত কপি এ দপ্তরে প্রেরণ করেছেন। উদঘাটিত মূসক ফাঁকির বিষয়টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করায় আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে।

কারণ দর্শানো নোটিশ, নোটিশের জবাব ও শুনানি

প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক ৬৬,৬৩৯/- টাকা মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ফাঁকি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের সমনথির পত্র নং-৪৯৯ তাং ৩০/১১/১৪ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে ১৯৯১ এর ধারা ৩৭(২) অনুযায়ী কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে গত ১৯/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে দাখিলকৃত জবাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মূসক ফাঁকির বাবদ পে-অর্ডারের ৬৬,৬৩৯/- টাকা পে-অর্ডার নং-১১৮০৬১৭ তারিখঃ ১৫/০২/২০১২ ইং এবি ব্যাংক এর মাধ্যমে যাথাসময়ে জমা প্রদান করে পে-অর্ডারের কপি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট শাখায় জমা প্রদান করেছে। তাদের ভুল স্বীকার করে ভবিষ্যতে তারা সব সময় মূসক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ব্যবসা পরিচালনা করবে এবং একই ধরনের ভুল আর পুনরাবৃত্তি ঘটবেনা বলে জবাবে উল্লেখ করেন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ভুল স্বীকার করে নিয়ে এ অভিযোগ হতে অব্যাহতির প্রার্থনা করেন এবং শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে

প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৬/০৬/২০১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠানকে শুনানিতে ডাকা হলে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি জনাব এম, এ, সেলিম নির্বাহী কর্মকর্তা, ~~মুনসুন রেইন~~ ক্যাটস আই লিঃ এর পক্ষে শুনিনীতে উপস্থিত হয়ে জানান যে, দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে এবং কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবের বাইরে তাঁদের আর কোন বক্তব্য নেই।

পর্যালোচনা

মামলার প্রতিবেদন ও কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব শুনানীতে উপস্থিত প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধির বক্তব্য পর্যালোচনা করা হল। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগ স্বীকার করে নেয়ায় এবং ফাঁকিকৃত রাজস্ব ইতোমধ্যে পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রামাণিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের এরূপ কার্যকলাপ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬, ধারা-৩১, ও ধারা-৩২ এবং একই আইনের অধীনে প্রণীত মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-১৬, বিধি-২২, বিধি-২৩ এর লঙ্ঘন এবং একই আইনের ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) অনুযায়ী দন্ডযোগ্য অপরাধ ।

আদেশ

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত হওয়ায় এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অপরাধ স্বীকার করে অপরিশোধিত মূসক পরিশোধ করায় তার প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রোষণ করে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানকে ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। ফাঁকিকৃত মূসক ৬৬,৬৩৯/- (ছিষট্টি হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) টাকা ইতেমধ্যে পরিশোধ করায় আরোপিত অর্থদন্ড ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা, ও ফাঁকিকৃত মূসক ৬৬,৬৩৯/- (ছিষট্টি হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) এর উপর মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৩৭ এর উপধারা-৩ অনুযায়ী মাসিক ২% হারে অতিরিক্তকর বাবদ ৪৬,৬৪৭.৩০ (ছিচল্লিশ হাজার ছয়শত সাতচল্লিশ দশমিক ত্রিশ) টাকা সহ মোট (৩৫,০০০.০০ + ৪৬,৬৪৭.৩০)= ৮১,৬৪৭.৩০ (একাশি হাজার ছয়শত সাতচল্লিশ দশমিক ত্রিশ) টাকা সরকারী কোষাগারে অবিলম্বে জমা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

১৫.০৭.১৫

ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কমিশনার (চঃ দাঃ)

১৬/০৭/১৫

নথি নং ৪/মূসক/৮(১৪৬)কর ফাঁকি/বিচার/২০১৩/ ৫৫৬(২) — তারিখঃ ১৫/০৭/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। মেসার্স ক্যাটস আই লিঃ, কনকর্ড টুইন টাওয়ার (২য় তলা), চামেলীবাগ, ঢাকা, (প্রধান কার্যালয়ঃ ৫৪, নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা)।
০২। বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, ধানমন্ডি বিভাগ, ঢাকা।
০৩। রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট, নীলক্ষেত সার্কেল, ঢাকা।
০৪। অফিস কপি।

(০২-০৩) তাকে জরুরী ভিত্তিতে আরোপিত অর্থদন্ডের টাকা আদায় পূর্বক ট্রেজারী চালান/সম্বন্নয়ের দলিলাদি যাচাই করে প্রতিবেদন এ দপ্তরে প্রেরনের জন্য বলা হলো।

১৫/৭/১৫

[মোঃ শওকাত হোসেন]
অতিরিক্ত কমিশনার

১৬/০৭/১৫